FEB. 28 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সংসদীয় কমিটির সভা

নূতন পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা যাইবে না ॥ নকল সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে

রেজানুর রহমান ॥ দেশের পাবলিক পরীক্ষাসমূহের জন্য নূতন কোন পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা যাইবে না। পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রী ও নকল সরবরাহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান জারি করিতে হইবে। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায় এই ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবকদের আন্তরিক

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

সংসদীয় কমিটির সভা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সহযোগিতা কামনা করা হইয়াছে। নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, রাজিয়া মতিন চৌধুরী, মশিউর রহমান, আলমগীর কবীর ও বেগম রওশন এরশাদ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধ সম্পর্কিত সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সভায় আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা দুর্নীতি ও নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

শিক্ষকদের আন্তরিকতাই যথেষ্ট

সভায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, শিক্ষকরা নকল বন্ধ করা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ততটা আন্তরিক নন। অনেকে আমার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু তাহারা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা পড়িলে ও দেশের সাধারণ মানুষের সহিত কথা বলিলে আমার এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি শিক্ষকবৃন্দ নকল প্রতিরোধে আন্তরিক হইলে শুধু নকল নয় শিক্ষাঙ্গনে শতকরা ৮০ ভাগ দুর্নীতি কমিয়া যাইবে। তিনি বলেন, নকল ধরা ও বহিষ্কারের চাইতে ক্লাসরুমে পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি ও পড়া আদায় করিয়া নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মাস্তান ছাত্ররাই বড় নেতা

সভায় মশিউর রহমান বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্তান ছাত্ররাই বড় নেতা হিসাবে দাপট দেখাইতেছেন। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় নকল সরবরাহকারী শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করিয়া দেওয়ার আহ্বান জানান।